The Financial Express

15 JUN 2025

Apparel exports to EU jump 25.3pc in four months

FE REPORT

The country's readymade garment (RMG) shipments to the European Union (EU) posted highest growth among its major competitors during the first four months of 2025, similar to the USA.

The apparel exports stood at 7.54 billion euros during the January-April period, marking a 25.3 per cent increase compared to the corresponding period of 2024, according to Eurostat data released on Friday.

The performance has not only helped Bangladesh secure its position as the second-largest apparel exporter to the EU after China but also recorded the highest growth in value terms among all major suppliers, including China, India and Turkey.

EU's apparel imports from China grew by 23.5 per cent, while China maintained its lead with 7.88 billion euros during the period.

Cambodia, Pakistan, India and Vietnam also recorded double-digit growth while Turkey was the only major country that registered a decline.

Exporters attributed the strong performance to spillover orders from late 2024, early-season buying by European retailers and efforts to front-load shipments ahead of anticipated logistical or market uncertainties.

When asked, Mahmud Hasan Khan, the newly-elected president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), termed the growth satisfactory. He attributed the sustained flow of business and a shift from China for the growth while enhanced capacity of the local industry also helped bag more work orders.

Mr Khan also said that performance would be higher with improved logistical supports, particularly an uninterrupted gas supply. He, however, raised question over the retention saying there is no specific data on how much value addition is done compared to the overall exports and imports.

In many cases, factories receive work orders at a low rate with minimum margin or no margin just to run the business, he said, adding that the new board will work on data related to retention.

According to Eurostat data, the EU's total apparel imports rose by 15.7 per cent to 30.42 billion euros which was 26.29 billion euros in the corresponding period of last year.

On the other hand, Turkey's apparel exports to the EU declined by 4.0 per cent to 2.91 billion euros. India recorded a 21.5 per cent growth, exporting 1.87 billion euros worth of garments. Garment shipments from Vietnam recorded 17.3 per cent growth to reach 1.38 billion euros. Pakistan's exports to the EU stood at 1.33 billion euros marking 25.1 per cent growth, while Cambodia posted the highest growth of 33.5 per cent to fetch 1.46 billion euros, according to the data.

Munni_fe@yahoo.com

CS CamScanner

বণিক বার্তা

15 JUN 2025

২০২৫ সালের জানুয়ারি-এপ্রিল

ইউরোপে তৈরি পোশাক রফতানিতে ২৫ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি ২৫ দশমিক ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৫ সালের প্রথম চার মাসে (জানুয়ারি-এপ্রিল) আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় এ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, যা চীন, ভারত, তুরস্ক, ভিয়েতনামসহ প্রধান প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় সর্বোচ্চ। এ সময় বাংলাদেশ ইউরোপের বাজারে ৭ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন ইউরো মূল্যের পোশাক রফতানি করেছে। যেখানে ২০২৪ সালের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৬ দশমিক শূন্য ২ বিলিয়ন ইউরো। এ হিসাবে এক বছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১ দশমিক ৫২ বিলিয়ন ইউরো। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিসংখ্যান বিষয়ক দপ্তর ইউরোস্ট্যাটের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

এ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে চীনের পর ইইউতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তৈরি পোশাক রফতানিকারক দেশের অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। আলোচ্য সময়ে চীন ইউরোপে ৭ দশমিক ৮৮ বিলিয়ন ইউরো মূল্যের পোশাক রফতানি করেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩ দশমিক ৫ শতাংশ বা ১ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ইউরো বেশি। তবে প্রবৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ চীনকেও ছাড়িয়ে গেছে। ইউরোর হিসাবে বাংলাদেশই সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

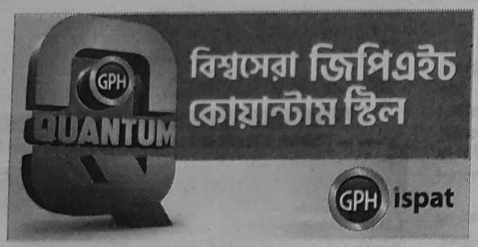

ইউরোস্ট্যাটের প্রতিবেদনে মাসভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ইইউতে ১ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ইউরো মূল্যের তৈরি পোশাক রফতানি করে বাংলাদেশ, যা আগের বছরের একই মাসের তুলনায় ৬০ দশমিক ৯ শতাংশ বেশি। ফেব্রুয়ারিতে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ২৮ শতাংশ, মার্চে ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ ও এপ্রিলে ছিল ৬ শতাংশ।

রফতানিকারকদের মতে, জানুয়ারিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধির পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ২০২৪ সালের শেষ ভাগের কিছু অর্ডার ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে চালান করা, বছরের শুরুতেই ইউরোপের খুচরা বিক্রেতাদের বড় আকারের অর্ডার এবং সম্ভাব্য বাজার ও লজিস্টিক ঝুঁকির কারণে কিছু অর্ডার আগেভাগে পাঠানো।

ইউরোপের বাজারে তৈরি পোশাক আমদানি সামগ্রিকভাবে ২০২৫ সালের প্রথম চার মাসে ১৫ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়ে ৩০ দশমিক ৪২ বিলিয়ন ইউরোতে পৌঁছেছে। এর আগের বছর এর পরিমাণ ছিল ২৬ দশমিক ২৯ বিলিয়ন ইউরো। বাংলাদেশ ও চীন মিলে এ অতিরিক্ত আমদানির ৭০ শতাংশের বেশি জোগান দিয়েছে।

চীনের রফতানি ২৩ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭ দশমিক ৮৮ বিলিয়ন ইউরো, যেখানে আগের বছর ছিল ৬ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ইউরো। এ সময়ে তুরস্কের অবস্থান তুলনামূলকভাবে দুর্বল ছিল; দেশটির রফতানি ৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ইউরোতে নেমে এসেছে, যেখানে ২০২৪ সালে এ অংক ছিল ৩ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন ইউরো।

অন্যদিকে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একাধিক দেশও ভালো প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে। ভারতের রফতানি ২১ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন ইউরো। ভিয়েতনামের রফতানি ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ইউরোতে। এছাড়া পাকিস্তানের রফতানি ২৫ দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ইউরো।

এদিকে কম্বোডিয়া সবচেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ হিসেবে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। দেশটি ৩৩ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে ২০২৪ সালের ১ দশমিক শূন্য ৯ বিলিয়ন ইউরো থেকে রফতানি বাড়িয়ে ১ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ইউরোতে উন্নীত করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্ববাজারে চাহিদা পুনরুদ্ধার, প্রতিযোগী মূল্যে পণ্য সরবরাহ ও দক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প আবারো শক্ত অবস্থান নিয়েছে। তবে দীর্ঘমেয়াদে এ ধারা ধরে রাখতে উৎপাদন সক্ষমতা, পরিবেশগত মানদণ্ড ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন।

এদিকে ইউরোপ ছাড়াও বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি বেড়েছে। গত দুই বছরে দেশটি গড়ে ৭৮ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের পোশাক আমদানি করেছে। সবচেয়ে বেশি আমদানি করা উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ ও ভারতসহ আরো কয়েকটি দেশ।

চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জানুয়ারি এপ্রিল) মার্কিন পোশাক আমদানির প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের অধীনস্থ অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলসের পরিসংখ্যানে এ চিত্র উঠে এসেছে।

জানুয়ারি-এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র ২৯৮ কোটি ৩০ লাখ ডলারের পোশাক আমদানি করেছে। এ হিসাবে ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ। প্রবৃদ্ধির হিসাবে বাংলাদেশের পরই রয়েছে ভারত। আলোচ্য সময়ে দেশটি থেকে যুক্তরাষ্ট্র ২০০ কোটি ৯ লাখ ডলারের পোশাক আমদানি করেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২০ দশমিক ৩০ শতাংশ বেশি।

CamScanner

বণিক বার্তা

15 JUN 2025

পরিশোধিত চিনি উৎপাদনে ভারত

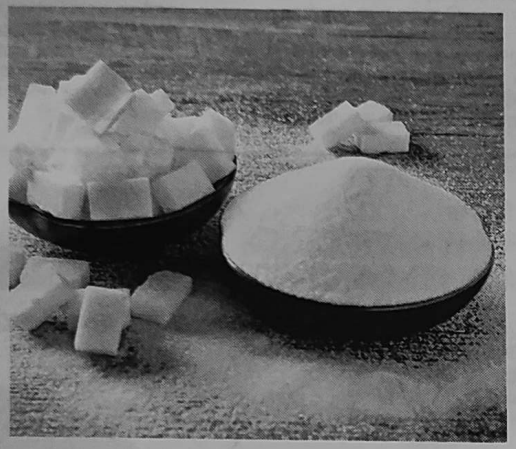

বিশ্বে পরিশোধিত চিনি উৎপাদনে ভারতের অবস্থান দ্বিতীয়। গত বছর দেশটিতে পণ্যটির উৎপাদন বেড়েছে আগের বছরের তুলনায় ৪ দশমিক ৪১ শতাংশ। সামনের দিনগুলোয়ও ভারত চিনি উৎপাদনে ঊর্ধ্বমুখী ধারা বজায় রাখতে পারে। প্রাথমিক এক পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ মৌসুমে দেশটিতে অনুকূল আবহাওয়ার প্রভাবে চিনি উৎপাদন ২৬ দশমিক ৩ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। আর ভারতের ন্যাশনাল ফেডারেশন অব কো-অপারেটিভ সুগার ফ্যাক্টরিজ জানিয়েছে, বর্তমান মৌসুমের তুলনায় দেশটিতে আগামী মৌসুমে চিনি উৎপাদন ১৯ শতাংশ বেড়ে সাড়ে তিন কোটি টনে দাঁড়াতে পারে

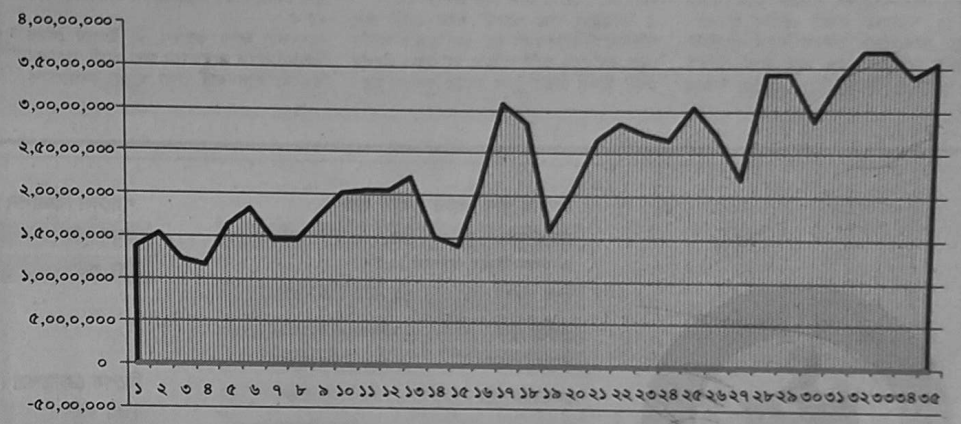

সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯০	১,৩৭,০৭,০০০	৯.০০%
১৯৯১	১,৫২,৪৯,০০০	১১.২৫%
১৯৯২	১,২৪,৪৭,০০০	-১৮.৩৭%
১৯৯৩	১,১৭,০৪,০০০	-৫.৯৭%
১৯৯৪	১,৬৪,১০,০০০	৪০.২১%
১৯৯৫	১,৮২,২৫,০০০	১১.০৬%
১৯৯৬	১,৪৬,১৬,০০০	-১৯.৮০%

সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯৭	১,৪৫,৯২,০০০	-০.১৬%
১৯৯৮	১,৭৪,৩৬,০০০	১৯.৪৯%
১৯৯৯	২,০২,১৯,০০০	১৫.৯৬%
২০০০	২,০৪,৮০,০০০	১.২৯%
২০০১	২,০৪,৭৫,০০০	-০.০২%
২০০২	২,২১,৪০,০০০	৮.১৩%
২০০৩	১,৫১,৫০,০০০	-৩১.৫৭%

সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০০৪	১,৪১,৭০,০০০	-৬.৪৭%
২০০৫	২,১১,৪০,০০০	৪৯.১৯%
২০০৬	৩,০৭,৮০,০০০	৪৫.৬০%
২০০৭	২,৮৬,৩০,০০০	-৬.৯৯%
২০০৮	১,৫৯,৫০,০০০	-৪৪.২৯%
২০০৯	২,০৬,৩৭,০০০	২৯.৩৯%
২০১০	২,৬৫,৭৪,০০০	২৮.৭৭%

সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১১	২,৮৬,২০,০০০	৭.৭০%
২০১২	২,৭৩,৩৭,০০০	-৪.৪৮%
২০১৩	২,৬৬,০৫,০০০	-২.৬৮%
২০১৪	৩,০৪,৬০,০০০	১৪.৪৯%
২০১৫	২,৭৩,৮৫,০০০	-১০.১০%
২০১৬	২,২২,০০,০০০	-১৮.৯৩%
২০১৭	৩,৪৩,০৯,০০০	৫৪.৫৫%

সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১৮	৩,৪৩,০০,০০০	-০.০৩%
২০১৯	২,৮৯,০০,০০০	-১৫.৭৪%
২০২০	৩,৩৭,৬০,০০০	১৬.৮২%
২০২১	৩,৬৮,৮০,০০০	৯.২৪%
২০২২	৩,৭০,০০,০০০	০.৩৩%
২০২৩	৩,৪০,০০,০০০	-৮.১১%
২০২৪	৩,৫৫,০০,০০০	৪.৪১%

সমকাল

15 JUN 2025

১৫০ কোটি টাকার আম বিক্রির আশা, রপ্তানি হবে তিন দেশে

■ হাবিবুর রহমান, মিঠাপুকুর (রংপুর)

মিঠাপুকুরের 'হাঁড়িভাঙা' বাজারে আসছে আজ

মিঠাপুকুর উপজেলার তেকানী গ্রাম। সদর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের জায়গীর বাসস্ট্যান্ড থেকে পশ্চিমে রানীপুকুর-এরশাদ মোড় সড়ক ধরে গেলেই গ্রামটির অবস্থান। এখানকার প্রয়াত নফেল উদ্দিনের হাত ধরে প্রায় ২০ বছর আগে হাঁড়িভাঙা আম বাজারে আসে। পরে সুস্বাদু ফলটির আবাদ ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এরপর সুনাম ছড়িয়েছে সারাদেশে।

আজ রোববার থেকে বাজারে আসছে সারাদেশে মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রে থাকা 'হাঁড়িভাঙা' আম। ইতোমধ্যে সব প্রস্তুতিও সম্পন্ন করেছে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন। এবার উপজেলায় ২৬ হাজার টন আম অন্তত ১৫০ কোটি টাকায় বিক্রি হবে বলে আশা কৃষি বিভাগের। ভারত, জার্মানি ও মালয়েশিয়ায় রপ্তানি হবে ২০ থেকে ৩০ টন। গত বছর ১ হাজার ২০৮ হেক্টরে উৎপাদন হয় ২৫ হাজার টন। বিক্রি হয়েছিল ১৩৫ কোটি টাকায়। তিন দেশে গতবারও রপ্তানি হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ইতোমধ্যে পাইকাররা বাগান থেকে আম সংগ্রহ শুরু করেছেন। এবার অতিরিক্ত তাপের কারণে আম আগেই পাকতে শুরু করেছে। ফলে নির্ধারিত সময়ের আগেই বাজারে আসছে ফলটি। উপজেলার পশ্চিমে এঁটেলমাটিযুক্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় হাঁড়িভাঙার বাগান রয়েছে। এখানে প্রচুর ফলন হয়। স্বাদে অনন্য এ আমের কদর রয়েছে দেশজুড়ে। স্বাদে-মানে অনন্য এ আম ইতোমধ্যে 'জিআই' স্বীকৃতি পেয়েছে। চেংমারী গ্রামে একটি বাগান কিনেছেন ব্যবসায়ী তাইফুর রহমান। এক একরের বাগানটি ২ লাখ টাকায় কিনেছেন তিনি। ৩ লাখ টাকার আম বিক্রি করতে পারবেন বলে আশা এ ব্যবসায়ীর। ফুলচৌকি গ্রামের মাসুদ চৌধুরীর ১০ একর (চার হেক্টর) জমিতে বাগান রয়েছে। তিনি বলেন, 'এবার ফলন ভালো হয়েছে, চাহিদাও অনেক।' সাজেদুল কবীর নামে আরেক জনের পাঁচ একরের বাগান রয়েছে। তিনিও ভালো দামে আম বিক্রির আশা করছেন।

শনিবার উপজেলার খোড়াগাছ, ময়েনপুর, চেংমারী ও বালুয়া মাসিমপুরে সরেজমিন দেখা যায়, বাগানে বাগানে আম পাড়ার (সংগ্রহ) ধুম পড়েছে। মালিক, ব্যবসায়ী, পাইকার, মৌসুমি বিক্রেতা, পরিবহন ব্যবসায়ী, শ্রমিকসহ সবাই ব্যস্ত সময় পার করছেন। প্রতি বছর ১৫ থেকে ২০ জুনের মধ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে হাঁড়িভাঙা বাজারজাত করার ঘোষণা দেওয়া হয়। এবার নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা হয়নি। তবে অনানুষ্ঠানিকভাবে ১৫ জুন থেকে বাজারজাতের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল আবেদীন।

কৃষি বিভাগ থেকে জানা গেছে, উপজেলায় ১ হাজার ২৬৮ হেক্টর জমিতে হাঁড়িভাঙার বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। বাড়ির পাশে পতিত জমি, রাস্তার পাশেও গাছ রয়েছে। শুরুতে প্রতি কেজি আম ৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। হাঁড়িভাঙার অন্যতম উৎপাদন এলাকা খোড়াগাছ ইউনিয়নের পদাগঞ্জ বাজারে সবচেয়ে বড় হাঁড়িভাঙার হাট বসে। এ হাটে আমের আকার ও মানভেদে প্রতি মণ আম দেড় থেকে ২ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ব্যবসায়ী মণ্ডল মিয়া, শাকিল আহমেদ ও মোকছেদুল ইসলাম জানান, তারা পদাগঞ্জ ও আশপাশের এলাকা থেকে আম কেনেন। কুরিয়ারের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হয়। কখনও লাভ বেশি হয়, কখনও কম।

খোড়াগাছ এলাকার বাগান মালিক আমজাদ হোসেন বলেন, 'এবার বেশি গরম থাকায় আগেই আম পাকতে শুরু করেছে। এ কারণে পেড়ে বিক্রি করা হচ্ছে।' আখিরাহাট এলাকার বাসিন্দা ও দয়ারদান আম্রকাননের মালিক আব্দুস সালাম সরকারের ১০ একর জমিতে বাগান রয়েছে। পাশাপাশি লটকনসহ অন্য প্রজাতির আমের গাছও রয়েছে। এবার হাঁড়িভাঙা আমের ফলন ভালো হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, খরায় একটু ক্ষতি হয়েছে। দাম ভালো থাকায় পুষিয়ে নেওয়া যাবে।

শেষ সময়ে যথেষ্ট বৃষ্টি হওয়ায় হাঁড়িভাঙা আমের আকার বড় হয়েছে বলে জানান উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল আবেদীন। তিনি বলেন, কৃষক ও বাগান মালিকদের আম সংরক্ষণ ও বিক্রির ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবারও ভারত, জার্মানি ও মালয়েশিয়ায় কিছু আম রপ্তানি হবে। এখনও অর্ডার মেলেনি, কয়েকদিন পর পাওয়া যেতে পারে। ২৫ থেকে ৩০ টন আম রপ্তানি হবে।

ভারপ্রাপ্ত ইউএনও ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মুলতামিস বিল্লাহ বলেন, মিঠাপুকুরে উৎপাদিত হাঁড়িভাঙা আম স্বাদে, গুনে-মানে অনন্য। সারাদেশে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এ আমের সুখ্যাতি বিদেশেও। জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। হাঁড়িভাঙা আমের বাজারজাতে যাতে কোনো সমস্যা না হয়, এ জন্য তদারকি অব্যাহত আছে।

CamScanner